দৈনিক বাংলা

তারিখ 14 OCT 1992
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

শিক্ষা বিস্তারে সমাজের দায়িত্ব

শিক্ষা উন্নয়নের পূর্বশর্ত। কেবল শিক্ষিত জনশক্তির চাহিদা পূরণই নয়, উন্নয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য শিক্ষার দ্রুত প্রসার দরকার। আমাদের দেশ ও সমাজের অনগ্রসরতা ও দারিদ্র্য জাতির অজ্ঞতা এবং সেকেলে চিন্তা-ভাবনা ও বিশ্বাসেরই পুঞ্জীভূত ফসল। অন্ধ ও অবাস্তব বিশ্বাসের জন্য এদেশের অধিকাংশ মানুষ তাদের ভালমন্দও বোঝেনি, গ্রহণও করতে পারেনি আধুনিক ও প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা। ফলে উন্নতির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তারা পিছিয়ে আছে। এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে সামাজিক বিপ্লবের বিপুল তরঙ্গাঘাতে ভাসিয়ে দিতে হবে প্রগতির প্রতিবন্ধকগুলিকে, ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে সেই বিপ্লবের সাফল্যের জন্য। শিক্ষার মাধ্যমেই এসব লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। শিক্ষা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর জগতে নিয়ে আসে, নতুন কিছু করার ও পাওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি করে তার মনে, অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে সচেতন করে তোলে। বলা বাহুল্য, শিক্ষা ও মানুষের কল্যাণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ঐতিহাসিক কারণেই আমাদের দেশ অনগ্রসর ও দরিদ্র, দেশবাসী বুভুক্ষা, ব্যাধি, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা ইত্যাদি শত সমস্যায় জর্জরিত। জনগণের জীবনযাত্রার মান, মাথাপিছু আয় ও সঞ্চয় সবই কম। সম্পদ সৃষ্টির চেয়ে চাহিদার বৃদ্ধি অনেক বেশি। জনসংখ্যার অপরিকল্পিত বৃদ্ধি এই সমস্যাকে আরও তীব্র করে তুলছে।

জাতীয় উন্নতি এবং জনগণের বিড়ম্বিত ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য শিক্ষার দ্রুত বিস্তার যে দরকার, এ সত্য উপলব্ধ হয়েছে অনেক আগেই। শিক্ষা বিস্তারের কিছু উদ্যোগ-আয়োজনও চলেছে। তবে কাজের চেয়ে কথা বেশি হয়েছে বলে সুফল বেশি পাওয়া যায়নি। শিক্ষিতের হারও বাড়ছে না দ্রুত। এর একটা বড় কারণ, শিক্ষা বিস্তারের পুরো দায়িত্বটিই প্রধানত সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আমরা বসে আছি নিষ্ক্রিয় হয়ে। কিন্তু সীমিত সম্পদ এবং আন্তরিকতার অভাবের দরুন শিক্ষার আলো দ্রুত বিস্তারিত হতে পারছে না।

এই সত্য অনস্বীকার্য যে, সম্পদের স্বল্পতার কারণেই সরকারের একার পক্ষে শিক্ষার বাঞ্ছিত বিকাশের বিপুল ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নয়। তাই সমাজকেও শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে আসতে হবে, দায়িত্ব নিতে হবে। উন্নত দেশসমূহে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলিই শিক্ষা বিস্তারের বড় দায়িত্বটি পালন করে। আমাদের দেশেও এ ধরনের ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়া উচিত। এছাড়া, বিভিন্ন জনসেবী প্রতিষ্ঠান এবং জনহিতৈষী বিত্তবান ব্যক্তিবর্গ শিক্ষা বিস্তারের ব্রত গ্রহণ করতে পারেন। তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা নিরক্ষরতা দূর করার দেশব্যাপী কর্মসূচী সফল করতে এগিয়ে আসার জন্য সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি আহবান জানিয়েছেন। আমাদের বিশ্বাস, দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণকামী প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিটি জনসেবী প্রতিষ্ঠান এই আহবানে সাড়া দেবেন। কারণ, এতে শুধু সমাজসেবাই হবে না, তারাও উপকৃত হবেন। মনে রাখা দরকার যে, শিক্ষিত সমাজ মানেই সবার কল্যাণ।

শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে আমাদের বাস্তববাদী হতে হবে। যে শিক্ষা মানুষের মনকে আধুনিক ও প্রগতিবাদী করে তোলে এবং মেধা ও কর্মশক্তিকে প্রখর করে, সেই শিক্ষা প্রসারেই বেশি জোর দিতে হবে। প্রতিটি শিশু ও প্রতিটি বয়স্ক লোককে সাক্ষর করে তুলতে হবে। সবচে বেশি দরকার যা, তা হল সবার শিক্ষা ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব অভিন্ন হতে হবে।

নিরক্ষরতা জাতির বাঞ্ছিত উন্নতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা। এই বাধা অপসারণে সমাজের সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে।